চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৭.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের বর্জ্য ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে চসিক ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশগত অবকাঠামো আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীত 'ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট অ্যান্ড ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট'-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত জোরিস ভ্যান বোমেল (Joris van Bommel) -এর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল চসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি নেদারল্যান্ডস থেকে আগত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান সুইপস্মার্ট (SweepSmart B.V.) এবং সিডিআর ইন্টারন্যাশনাল (CDR International)-এর কারিগরি বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় চট্টগ্রাম মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ড্রেনেজ পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও টেকসই সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে চসিকের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মো. ইমাম হোসেন রানা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) ফরহাদুল আলম, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ প্রমুখ অংশ নেন। বৈঠকে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের আরো উপস্থিত ছিলেন প্রথম সচিব দূতাবাসের প্রথম সচিব ইঙ্গো ক্লাসেন (Inge Klaassen), বিশেষজ্ঞ নিল্টজে কিলেন (Neeltje Kielen), সিনিয়র পলিসি অফিসার শিবলী সাদিক (Shibly Sadik)।বিশেষজ্ঞ দলটি 'ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট অ্যান্ড ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করেন। চসিক-এর পক্ষ থেকে এই স্টাডি বা গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং প্রতিবেদনটি হাতে পাওয়ার পর তা গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়। বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ চট্টগ্রামের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পের টেকসই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিভিন্ন মডেল নিয়ে আলোচনা করা হয়। নেদারল্যান্ডসের পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতের বিশ্বমানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চসিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে চসিক-এর পক্ষ থেকে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। সফরের অংশ হিসেবে ডাচ রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি দলটি হালিশহর ল্যান্ডফিল এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নেদারল্যান্ডস আমাদের একটি কৌশলগত অংশীদার। এই প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের ফলাফল এবং পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো চট্টগ্রামের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে একটি পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক রূপ দেবে।

চসিকের স্বাধীনতা বইমেলার আলোচনা সভায় ডা. মাহফুজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির সমালোচনা করে বলেন, কিছু লেখক ভুলভাবে ইতিহাস উপস্থাপন করছেন। মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। এটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য ছিল না, বরং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে নগরীর কাজীর দেউরী জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠের বই মেলা মঞ্চে স্বাধীনতা বই মেলার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ১৯ দিন ব্যাপি বই মেলার ৮ম দিনে "দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা সকলের নৈতিক দায়িত্ব" শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, অথচ নির্যাতনের মুখেও তাদের অবস্থান শত্রুপক্ষকে জানাননি। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তারাই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি। সংবিধানে নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত

করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রের কাঠামোগত দুর্বলতা ও দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ এখনো তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি ব্যক্তিগত নয়, বরং কাঠামোগত সমস্যা। বিভিন্ন দপ্তরে ঘুষ ছাড়া সেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। শাসন কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু আমরা সেই লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। এখন সময় এসেছে নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই আদর্শে ফিরে যাওয়ার। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে হলে ভালো মানুষ হতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন জরুরি। অনুষ্ঠানে বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পী ডা. শর্মিলা বড়ুয়া ও মোস্তফা কামাল গান পরিবেশন করেন এবং চসিকের কাট্টলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বলুয়ার দিঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং হোসেন আহমদ স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রামের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহাবুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগর মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী হোসেন আহামদ, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক মুহাম্মদ শামসুল হক, বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল বারিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন টিভি ও বেতারের আবৃতি শিল্পী রিনিক মুন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮